এস.আর.বি প্রোডাকসন্স নিবেদিত
জীবন যে রকম
পরিচালনা স্বদেশ সরকার/ সংগীত সলিল চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইউকো ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায়

শ্রীমতী রাকা সেন ও **ভরত কুমার নন্দী** প্রযোজিত

এস, আর, বি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

জীবন যেরকম

পরিচালনা :

স্বদেশ সরকার

গীত-রচনা

ও

সংগীত পরিচালনা :

সলিল চৌধুরী

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীর ক্ষীন ছায়া অবলম্বনে)

সম্পাদনা :—**অমিয় কুমার মুখার্জী** ॥ চিত্র নাট্য রচনা :—**কুনাল মুখার্জী** ॥ চিত্র গ্রহণ : **সত্য রায়** / বৈদ্যনাথ বসাক / নির্মল মল্লিক ॥ শিল্প নির্দেশনা : **সুনীতি মিত্র** ॥ শব্দ গ্রহণ : **অতুল চ্যাটার্জী** ও **অনিল তালুকদার** ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ প্রধান ব্যবস্থাপক : গোরাচাঁদ গুপ্ত ॥ ব্যবস্থাপনা : শান্তি শেখর চৌধুরী ॥ নেপথ্য কণ্ঠে : **সবিতা চৌধুরী** ॥ **অনুপ ঘোষাল** ॥ **আরতি মুখার্জী** ॥ অংশুমান রায় ॥ প্রচার : শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ পরিচয়লিপি লিখন : রতন বরাট ॥ স্থির চিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও ॥ ব্যবস্থাপনা : **পুলিন সামন্ত, অশোক নন্দী** ॥ প্রচার অঙ্কন : ডিজাইন, এ, কে, কনসার্ন, পালিত, রতন বরাট ॥ ড্রেসার : **কেদার শর্মা, বরেন দাস** ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ভোলানাথ ভট্টাচার্য, তরুণ রাহা ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী (এ্যাঃ) ॥ সংগীত গ্রহনে সহযোগী : বলরাম বারুই ॥

শ্রেষ্ঠাংশে : **ওয়াহিদা রহমান** ॥ **রঞ্জিৎ মল্লিক** ॥ **বসন্ত চৌধুরী** ॥ **বিকাশ রায়** ॥ **অনিল চ্যাটার্জী** ॥ **আরতি ভট্টাচার্য** ॥ **ললিতা চ্যাটার্জী** ॥ **গীতা দে** ॥ **অরুণ মুখার্জী** ॥ **নবাগত কল্যাণ রায়** । **হারাধন ব্যানার্জী** ॥ অশোক মিত্র ॥ নীহার চক্রবর্তী ॥ শ্যামল রায় চৌধুরী ॥ সুলেখা রায় ॥ ময়না মহাপাত্র ॥ স্বাতী নন্দী ॥ পাপিয়া নন্দী ॥ তপন চ্যাটার্জী ।। গৌরীশঙ্কর রায় ।। অমিয় দত্ত ।। অরূপ সেন ।। বিশু রায় ।। সতু মজুমদার ।। আদিত্য সাহা ।। শম্ভু ব্যানার্জী ।। এবং **কেয়া চক্রবর্তী**

* নৃত্যে : অঞ্জু গুপ্তা (বোম্বাই) এবং ঝুমকি ও রুমকি রায় ।।

বিশ্ব পরিবেশনায় : **শুভ চিত্রম**

কাহিনী

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান রাসমোহন সরকার পিতার মৃত্যুর পর ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত। মহাজনদের ক্রমাগত পাওনার তাগিদে রাসমোহন তখন তাঁর জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ দিশেহারা। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর এক পুরোনো বন্ধু নিতাই দত্তের প্রচেষ্টায় বিহারের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তিনি মাসিক এক হাজার টাকা মাইনেতে চাকরী পেলেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক চন্দ্রশেখর সুদর্শন ও সৎ রাসমোহনকে জামাই করার সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। মালিক চন্দ্রশেখরের একমাত্র অন্ধ কন্যাকে প্রতিষ্ঠার মোহে এবং বন্ধু নিতাই দত্তের অনুরোধে এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে ফেললেন রাসমোহন।

কিছুদিন পর তহবিল তছরূপের দায়ে নিতাইকে বরখাস্ত করলেন চন্দ্রশেখর। অল্প দিন পর তিনিও ইহলোক ত্যাগ করলেন। দিন বদলের পালায় রাসমোহন হলেন প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা।

এরপর রাসমোহনের একটি পুত্রসন্তান জন্মালো — বছর দু'য়েকের ব্যবধানে পুনরায় রাসমোহনের জীবনে এলো বিপর্যয়। রাণী দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসব করার সময় মারা গেল।

এইবার শুরু হলো নিতাই দত্তের ঠাণ্ডা—চতুর মোলায়েম চালাকী। রাসমোহনের প্রথমা স্ত্রীর কাছে শিশু নীলাঞ্জন নিতাইয়ের পুত্র হিসাবে মানুষ হয়ে উঠলো—যে কথা আমৃত্যু কিরণ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি।

রাসমোহন ইতিমধ্যে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়েছেন, নীলাঞ্জন, দীপাঞ্জন বড় হয়েছে কিন্তু নিতাইয়ের হাত থেকে রেহাই আর তাঁর মিলছে না। নানা-ভাবে রাসমোহন নিতাইয়ের টাকার ক্ষিদে মিটিয়েছেন কিন্তু এতসব সত্ত্বেও উপোসী ছার-পোকা নিতাই তাঁকে রেহাই দেয়নি। অবস্থার পট পরিবর্তন ঘটলো নীলাঞ্জনের বৌভাতের রাত্রিতে আর সেই পট পরি-বর্তনকে কেন্দ্র করে রাসমোহন তাঁর অবচেতন মনের সঙ্গোপনে গচ্ছিত ঘটনাগুলিকে সবিস্তারে বলে হালকা হতে চাইলেন। কিন্তু পুত্রবধূ শান্তা, পুত্রদ্বয় নীলাঞ্জন, দীপাঞ্জন এবং কন্যা অপর্ণার মনের সন্দেহের অবসান কি ঘটলো তাতে ?

সঙ্গীত

(১)

গীত রচনা—সলিল চৌধুরী
কণ্ঠ :—সবিতা চৌধুরী

তেরে তুম্‌তানা—তুম্ তা না না না নানা তুম্‌না তুম্‌না
কেন যে বাজে তার বাঁশী বারে বারে
তুম্ তুম্ তানা নানা নানা তুম্‌না তুম্‌না
বুঝি সে আসে মোর হৃদি দ্বারে দ্বারে
তুম্ তুম্ তানা নানা নানা তুম্‌না তুম্‌না
সখী গো বাজে বাঁশী কেন
যুগ যুগ ধরে আমি যেন রাধা
আসি ফিরে ফিরে আসে তবু বাধা
মন যমুনা যে মানে না গো মানা
কি যে করি মরি মরি
বল সখী আর কেন সে মোরে ডাকে না
তুম্ তুম্ তানা নানা নানা তুম্‌না তুম্‌না কেন সে
সখী গো বাজে বাঁশী কেন
সা সানিধা নি নিধাপা গা মা পা গা মা পা
মা প। গা মামা পাধা পাধানি ধানিসা নি সাসা
কিছু বিরহের কিছু মিলনের আলো ছায়া খেলা হল ঝুলনের
তার দোলনে দোলে জীবন-মরণ জীবন-মরণ
সে বাঁধনে বাঁধা আছে তা কেন খোলে না তেরে তুম্ তানান
সা নি পা গা মা পা সা নি পা গা মা পা সা নি পা ...

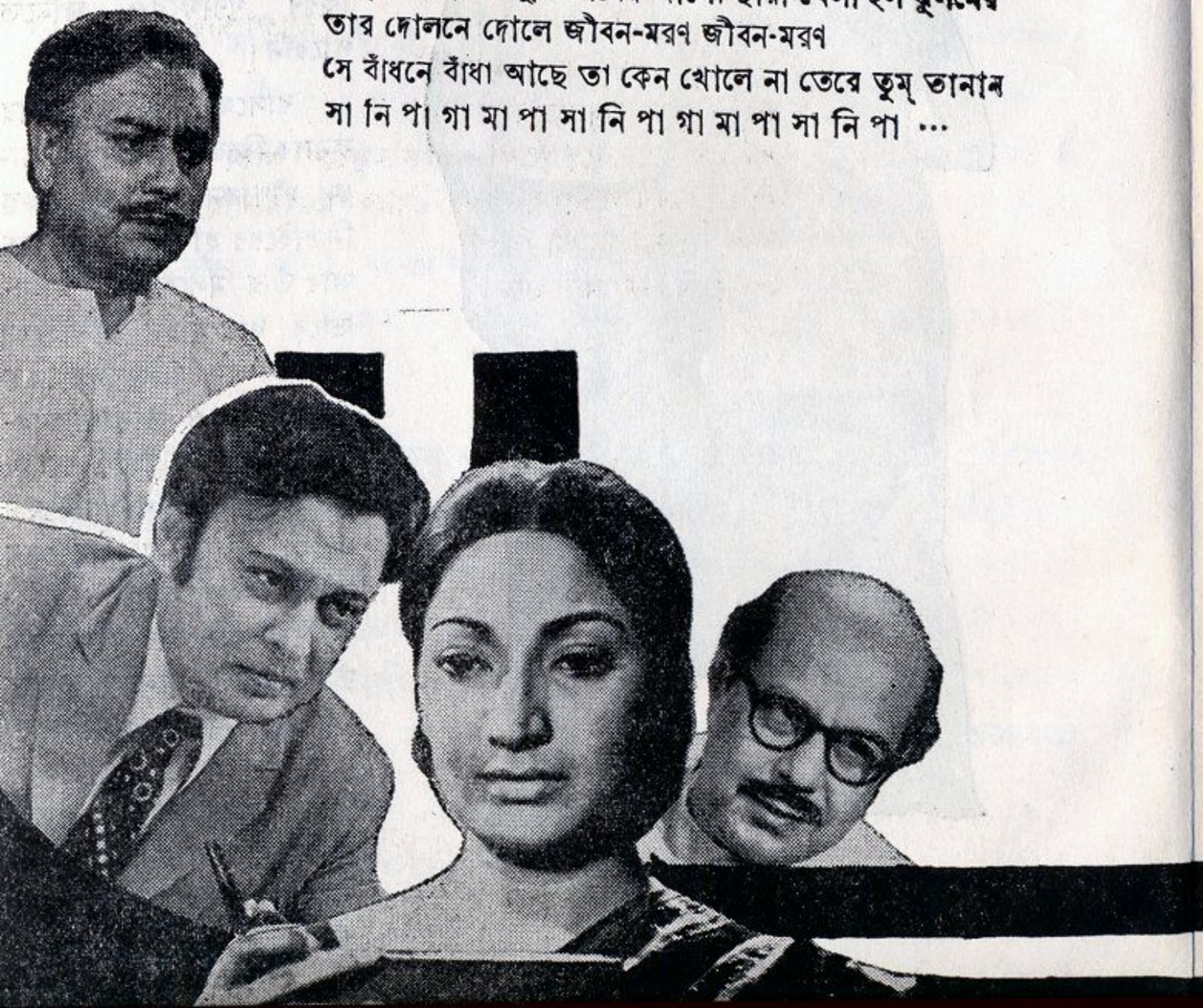

(২)

কণ্ঠ :—আরতি মুখোপাধ্যায়

একটি স্বপ্ন—একটি স্বপ্ন তার কাছে চিরদিন
চিরদিন রয়ে যাবো ঋণী
ঘুমন্ত বা জাগরূক—সে যে আমার
সে আমার শান্ত নির্ঝরিণী
থির থির থির থির জলের মত কাঁপে দুঃখ
ছায়ার গহনে থাকে লুপ্ত সুখ সব সুপ্ত
কখনো সুখের কাছে পেয়েছি রৌদ্রের ক্ষনিক কৌতুক
সে যে আমার ভুলে যাওয়া দিগন্ত সঞ্চারিণী
আর নয় আর নয় ভেবে ভেবে দিন রাত যায়
ফিরে পাওয়া হারানোর আলোছায়া খেলে যায়
ভাবি মন হোক নির্লিপ্ত তবু পাই বেওয়ারিশ্ যৌতুক
সে যে থাকে মোর জীবন হেমন্তে পল্লবিনী।

(৩)

কণ্ঠ :—সবিতা চৌধুরী

ঝিম ভরা রোদ—হিম ভরা রোদ
স্বপ্ন ঝরানো—এই দিন, এই দিন, এই দিন।
নাম ধরে হায়—আয় ডাকে আয়
সে কোন অজানায়—এই দিন, এই দিন, এই দিন।
কি জানি কিসের তৃষায়—হারায়ে যাবার এ নেশায়
চাওয়া পাওয়ার সীমারই ওপারে—অবশেষে পেয়েছি যে দিশা
তখনো জানিনি নতুন এ রাগিণী
সে যে বাজে শুধু তোমার বীণায়
ধোঁয়ালী আকাশে আঁকা—চেতনা কুহেলী ঢাকা
খোঁজে ফেরে অচেনা অজানায়—বারে বারে মেলেছি যে পাখা
অরুণ বরুণ সোনালী কিরণ
তোমারি চরণ ধ্বনি শুনি।

কণ্ঠ :—অনুপকুমার ঘোষাল

এক মনে আরেক মন দিলে ওজন দুই মন হয়
আবার মনে মনে মিল হ'লে তা একই মন হয়
বলো কেমন মজা ভাই।

সোনালী রঙ সোনার চাঁদির রঙ তো সাদা হয়
আবার চোর বাজারীর হাতে সোনা চাঁদি কালো হয়
বলো কেমন মজা ভাই।

দুই শো দুইয়ে এক জুড়িলে দুই শো তিন হয়
আবার এক সোয়ামীর দু বউ হলে দুই সতিনী হয়
বলো কেমন মজা ভাই।

ওরে চাঁদ বদনের দুই পাশেতে মিষ্টি দু'গাল হয়
কিন্তু পাওনাদারের মুখের দু'গাল গালি গালাজ হয়
বলো কেমন মজা হয়।

ওরে বদ্ধ কালার দু'কান শুধু মুখের শোভা হয়
আবার কানে শুনেও অনেক লোকে দু'কান কাটা হয়
বলো কেমন মজা ভাই।

ওরে টিকোলো নাক উঁচু এবং চ্যাপটা খ্যাঁদা নাক
আবার খেঁদি নাকেও অনেক মেয়ে উঁচু নাকী হয়
বলো কেমন মজা ভাই।

ওরে যেই বাঁশেতে বাঁশী এবং লাঠি সোটা হয়
সেই বাঁশ কেউ দিতে এলে অন্য মানে হয়
বলো কেমন মজা ভাই॥

সহকারীবৃন্দ : প্রধান সহকারী পরিচালক : **অমিয় সান্যাল** ॥ প্রধান সহকারী সম্পাদক : শেখর চন্দ ॥ প্রধান সহকারী সংগীত পরিচালক : সবিতা চৌধুরী ও কানু রায় ॥ প্রধান সহকারী শিল্প নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥

পরিচালনায় : সুধীন্দ্র গাঙ্গুলী, দুলাল দে, সুপ্রিয় সিংহ ॥ চিত্রগ্রহণে : বীরেন মুখার্জী, ভবতোষ ভট্টাচার্য ॥ সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ॥ রূপসজ্জায় : বেচু আহমেদ ॥ ব্যবস্থাপনায় : ত্রিনাথ বনিক ॥ আলোকসম্পাতে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, হরিপদ হাইত, তুলসী ভট্টাচার্য, গুণনিধি লেংকা, জগু সিং, বলদেও ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : দিবাকর রাউত ॥ সংগীত, ও আবহ সংগীত গ্রহণে প্রধান সহযোগী : বলরাম বারুই ॥ প্রচারে : বারীন ঘোষ এম, এ, নিকুঞ্জ কিশোর বসু ও নিকুঞ্জ রাটী। মুদ্রণে : প্রণব রায়।

পরিস্ফুটনে : ফিল্ম সার্ভিসেস (কলিকাতা) ॥ বসয়ানাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, কালিপদ বসু, সুজিৎ দাস ও স্বপন নন্দী ॥ বিশেষ শব্দ গ্রহণে : মান্না লাড়িয়া ডিমপল্ থিয়েটার (বোম্বে) ॥ সংগীত ও আবহসংগীত গ্রহণ : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা সত্যেন চ্যাটার্জীর তত্বাবধানে গৃহীত ॥

ক্যামেরা এ্যারিফ্লেকস ওমিচেল ॥ গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছেন এইচ, এম, ভি ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : মুঙ্গেশ দেশাই (রাজকমল কলা মন্দির, বোম্বাই)।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আর্থিক আনুকুল্যে "জীবন যে রকম" চলচ্চিত্রায়িত *

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, পাইওনীয়ার টিউবওয়েল, বিনয় চৌধুরী, সুনীল ব্যানার্জী, অমিতাভ রায়, এস্, পি, সিন্‌হা, সুশীল হালদার, প্রদীপকুমার দাঁ, জ্যোতির্ময় রায়, কার্তিক বসু, গণেশ বসু, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মোহিতকুমার সেন, শ্রীমতী ইন্দিরা সেন, শ্রীমতী কানন দেবী, অসিত চৌধুরী, অজিত বসু, পি, কে, নায়ার, ধীরেশ কুমার ঘোষ, কাঞ্চন মুখার্জী, রমনী চ্যাটার্জী, রঞ্জিৎ সেন, হরিপদ ভট্টাচার্য, হিমাংশু সরকার, ডি, কে, ব্যানার্জী, বিনয় রঞ্জন গুপ্ত, ডঃ নীতিশ কুমার সেন গুপ্ত, শচীন মিত্র, বলাই চন্দ্র রায়, প্রনব কুমার ভট্টাচার্য, চণ্ডী মৈত্র, কৃষ্ণ গোবিন্দ গাঙ্গুলী, শ্রীমতী অনুরাধা ব্যানার্জী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও বি, কে, চ্যাটার্জী, ভি, আর, দেশাই, এইচ, এন, ভোরা, শিশির ব্যানার্জী, এস, কুমার, জ্যোতিষ রায় ॥ নির্মলেন্দু সেন ও বিমলেন্দু সেন ॥

শ্রদ্ধায়

প্রতিভাময়ী মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে **"জীবন যে রকম"** ছায়াছবিটি উৎসর্গ করা হলো। পরিচালক স্বদেশ সরকারের একমাত্র পুত্র তরুণ প্রাণ গৌতম সরকার এবং প্রধান ব্যবস্থাপক গৌরাচাঁদ গুপ্তের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কর্মীবৃন্দ।

★ **নির্মীয়মান** ★

এস, আর, বি প্রোডাকসন্সের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত।

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা :—শ্রীপঞ্চানন। ● অলংকনে :—ডিজাইন।

মুদ্রণে :—ব্লু-ষ্টার, ১৮-সি, এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯।